পুত্রশোকে মুহ্যমান আলোকিত আদম!

কর্ণফুলীর বোমশেল

দীর্ঘদিন ব্যংককে অবস্থান করার পর নব্বুই দশকের মাঝামাঝি 'আলোকিত আদম' তার দ্বিতিয় স্ত্রী সহ সিডনীতে হিজরত করেন। পেছনে ফেলে আসেন তার থাই বংশদ্ভুত স্ত্রী শ্রীমতি প্রাপাশ্রী রমজাম্পা (ধর্মান্তরিত নাম রেজিয়া খাতুন) ও ২শরা জুন ১৯৯৪ সনে ভুমিষ্ঠ হওয়া তার পুত্রসন্তান আবিদুল ইসলাম(জেমস)কে। সিডনীতে নাজেল হয়ে উক্ত আদম মিথ্যা গল্প ফেঁদে শরনার্থী ভিসার জন্যে আবেদন করেন। ভিসা অনুমোদনপর তার দেহ থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে তা দিয়ে উক্ত 'আদম' ট্রেডমার্ক হিসেবে 'আলোকিত' শব্দটিকে নিজস্ব দাবী করে একে একে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে আলোকিত করতে শুরু করে দেয়। সেই 'আলোকিত+আদম' হঠাৎ গত জুনের শেষ সপ্তাহের কোন এক মধ্যরাতে স্ত্রী নিধন অপরাধে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে দু রাত শ্রীঘরে কাটিয়ে এসেছেন বলে একটি বিশ্বস্থ সুত্রে জানা যায়। বংশের চেরাগের শিখা আলোকিত রাখতে সম্প্রতি তার ফেলে আসা একমাত্র পুত্র 'জেমস'কে পৈতৃকদাবীতে থাইল্যান্ড থেকে ফেরত আনা বিষয়ে সিডনীতে 'ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স' সহ নানা ঝামেলায় জড়িয়ে 'আদম' এখন প্রায় ক্লান্ত ও বিদ্ধস্ত। ফলশ্রুতিতে স্ত্রী নিধনের পরদিন থেকে 'আদম' তার পারিবারিক ওয়েবসাইটটি আপডেট বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুত্রশোক কেটে উঠে সহসা আলোকিত আদম পাঠকদেরকে ভিন্ন একটি কৈফিয়ত দিয়ে পুনরায় তার সাইটের আপডেট শুরু করছেন বলে একটি বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে।

ঘটনায় প্রকাশ, পর পর দুটি কন্যা সন্তান জন্মের পর উক্ত আদম তার ঘনিষ্ঠ দোসর রেজা আরেফিনের মত তার দ্বিতিয় স্ত্রীর জমিনে তৃতিয়বার নাঙলের ফলা বসাতে সাহস পাননি বরং বংশরক্ষা করার জন্যে থাইল্যান্ডে ফেলে আসা তার ঔরসজাত সেই অবহেলিত পুত্রটিকে সিডনীতে আনার পরিকল্পনা শুরু করেন। পুত্র জেমসকে কাছে পেতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন সিডনীর এই 'আদম'। বিষয়টি তার দ্বিতিয় স্ত্রীর কর্নকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে গৃহবিবাদের সূচনা হয় এবং সেই বিচ্ছুরিত 'আলো' হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ ধারন করে। প্রতিবেশীর সহযোগীতায় মধ্যরাতে গৃহনিক্ষিপ্ত, আহত ও শীতে কাতর প্রায় বিবস্ত্র তার স্ত্রীকে ক্যাম্বেলটাউন এরিয়া কমান্ড পুলিশ কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করেন এবং 'আলোকিত আদম'কে সেই অন্ধকারে অন্যান্য হাজতিদের মাঝে 'আলো' ছড়ানোর জন্যে তাৎক্ষনিক জেল হাজতে প্রেরন করে। দুদিন পর আলোকিত আদম হাজত থেকে জামিনে ছাড়া পায়। বিষয়টি এখন ক্যাম্বেলটাউন লোকাল কোর্টে বিচারাধীন। আদালতের বাইরে বিষয়টি গোপনে ও সম্মানের সাথে নিষ্পত্তি করার জন্যে বিশ্বস্থ একটি তৃতিয়পক্ষের সহযোগীতায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এখন চেষ্টা করছেন বলে তাদের পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।

আলোকিত এই আদম প্রতিনিয়ত তার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লেখায় 'জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ক বহু শব্দের প্রক্ষালন করেছিল। কিন্তু নারীর প্রতি সম্মান ও নারী স্বাধীনতায় তিনি কতটুকু বিশ্বাসী তা এখন দিবালোকের মত সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, উক্ত আদম তার একটি লিখিত পরিচিতিতে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে মিথ্যা মামলার সাজা ও হুলিয়া মাথায় নিয়ে তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন। বিষয়টি অনুসন্ধান করে সত্যঘটনাটি জানাগেছে যে বয়ঃসন্ধিকালে তিনি তার ভালোবাসার একটি মেয়েকে ফুসলিয়ে ঘরছাড়া করে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। মেয়েটি নাবালিকা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য। সম্প্রতি তার আরেকটি লেখায় আদম স্বীকার করেছেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েও মেয়েটি শুক্লপক্ষের সেই রাতে পুকুরপাড়ে আসেনি। আদম নিজেকে প্রতারিত মনে করে, ক্ষোভের আগুনে জ্বলে উঠে, প্রেমের কোকিল থেকে হিংস্র বাজপাখীর রূপ ধারন করে। অতপর এলাকার দুজন বখাটের সহযোগীতায় মেয়েটিকে কৃষ্ণপক্ষের কোন এক মধ্যরাতে তার বোনের সামনে ঘর থেকে অপহরন করে পাশ্ববর্তি পাঠক্ষেতে নিয়ে গনধর্ষন করে। 'আলোকিত আদমের' বিরুদ্ধে মামলা হলো, সাজা হলো, দেশে যাওয়া বন্ধ হলো, বংশচেরাগ জেমসকে থাইল্যান্ডে ফেলে দ্বিতিয় স্ত্রী সহ আদম অষ্ট্রেলিয়ায় এসে রিফুজি হলো, অতপর টেক্সি চালানো শুরু করলো।

কর্ণফুলী'র বোমশেল